দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 NOV 1986
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

২৮

সার্কঃ

গত বছর ডিসেম্বরে যখন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক গঠিত হয়, তখন অনেকেই ঘটনাটিকে যুগান্তকারী বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১০০ কোটি মানুষের এই অঞ্চলটির সাতটি ছোট-বড় দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে যৌথভাবে সহযোগিতায় সম্মতি জানিয়ে একটি সনদপত্রে সে সময় স্বাক্ষর করেছিলো। এই সনদের মোদ্দা কথা ছিলো, যে সংস্থাটি গঠন করা হলো তা শুধুমাত্র আঞ্চলিক সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবে। এতে রাজনৈতিক বা দ্বিপাক্ষিক কোন প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলবে না। এতে বিতর্কিত কোন বিষয় নিয়েও তর্ক করা চলবে না এবং সংস্থার সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে কেবলমাত্র সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে।

সন্দেহ নেই, সার্কের উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন এই অঞ্চলের দেশসমূহ একে অপরের সাথে যে রকম রাজনৈতিক কোন্দলে লিপ্ত, তা এড়িয়ে সার্ককে যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন রকম দৃষ্টিগ্রাহ্য সাফল্য অর্জন করতে হয়, তাহলে এই কড়াকড়ি ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক কারণেই হোক আর দেশীয় শাসকবর্গের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থগত কারণেই হোক, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের একে অপরের সাথে দা-কুড়ালের সম্পর্ক তাদের স্বাধীনতার গোড়া থেকেই। তিন বছর দেন-দরবারের পর অবশেষে গত ডিসেম্বরে ঢাকায় যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক গঠিত হলো, তখন অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ভেবেছিলেন, যাক অবশেষে সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে।

সার্ক গঠন যে সুবুদ্ধির পরিচায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এক বছর পরে এখন এই সংস্থার হিসেবের খাতা যখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, তখন স্বীকার করতেই হচ্ছে সার্কের জন্য যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিলো, বাস্তব ঘটনাবলী তার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। গত ১৬ ও ১৭ই নভেম্বর বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ বৈঠকের পর এই ধারণাটি আরো বদ্ধমূল হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হবার আগে থেকেই এর সাফল্য নিয়ে সন্দেহের সূচনা হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক জানালেন, সম্মেলনে তিনি হাজির হতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী জুনেজো তার প্রতিনিধিত্ব করবেন। তার এই সিদ্ধান্তের কোন ব্যাখ্যা জিয়া দেননি বটে, তবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে, গত কয়েক মাস ধরে পাক-ভারত সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছে, তাতে পাক প্রেসিডেন্টের এই অনুপস্থিতি একদম অপ্রত্যাশিত ছিলো না। শিখ সন্ত্রাসবাদীদের পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে—দিল্লীর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী এই দুই দেশ গেল কয়েক মাস ধরে এক প্রায়-যুদ্ধাবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। পাকিস্তান আবার আক্রমণ করলে তাকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেয়া হবে, খোদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব দ্বিতীয় সম্মেলনের মাত্র অল্প ক'দিন আগে অ-কূটনৈতিক ভাষায় এক ভাষণ দেন। পাঞ্জাবে পাক-ভারত সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্য চলাচলও এ সময় নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

একই সাথে শ্রীলঙ্কার সাথেও ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তামিল বিদ্রোহীদের প্রতি ভারতীয় সমর্থনকে কেন্দ্র করেই যে এই দুর্ঘটনা ঘটে, তা বলাই বাহুল্য।

স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের এই দৃষ্টিগ্রাহ্য অবনতি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। বরং এই সম্মেলনে তা কোন রকম রাখ-ঢাক ছাড়াই প্রকাশ করা হয়। সংস্থার তিন প্রধান বিবাদী সদস্য—ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা—পুরো সম্মেলন জুড়ে কেবল দ্বিপাক্ষিক, রাজনৈতিক

ও বিবদমান বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। অথচ সংস্থার সনদে এই তিন বিষয়কে লালকালিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

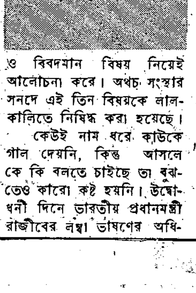

কেউই নাম ধরে কাউকে গাল দেয়নি, কিন্তু আসলে কে কি বলতে চাইছে তা বুঝতেও কারো কষ্ট হয়নি। উদ্বোধনী দিনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীবের লম্বা ভাষণের অধিকাংশ জুড়েই ছিলো সন্ত্রাসবাদকে ঘিরে। তিনি বলেন, সার্ক সংস্থাভুক্ত কোন দেশ যাতে অপর দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ পরিচালনার ঘাঁটিতে পরিণত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। সন্দেহ নেই, তিনি শিখ সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারে পাকিস্তানের সমর্থনের অভিযোগটি প্রকারান্তরে তুলছিলেন। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনও একই কথা বললেন, তবে তার আক্রমণের টার্গেট ছিলো ভারত। তিনি পাকা অভিনেতার মতো বললেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে হিংস্রতা তথা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা আগাগোড়া নিন্দা করেছে। জয়বর্ধন অবশ্য তার ভাষণের গোড়াতেই, সার্কের ভেতরে যাতে দ্বিপাক্ষিক বিষয় সমূহকে না আনা হয় সে ব্যাপারে সাবধান করে দেন। কিন্তু তার ভাষণের গোড়াটা জুড়েই ছিলো শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসবাদ সমস্যা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও ভারতকে আক্রমণের এই মোক্ষম মওকাটি ছাড়লেন না। ভারত যে তার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে, সে কথা প্রকাশ্যে না তুলে তিনি বললেন, সার্কভুক্ত দেশসমূহের একে অপরের

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27.11.86
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

আন্তর্জাতিক

সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের আগে এ ব্যাপারে আগাম ঘোষণা করা দরকার। সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে তার দেশ যে কি পরিষ্কার রকম নীতিবান, মিঃ জুনেজো সে কথাও সাফ সাফ জানান।

অন্য কথায় সম্মিলিত অর্থনৈতিক সমস্যা ও প্রশ্নাদির আলোচনার পরিবর্তে সার্কের তিন প্রধান নেতা তাদের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করলেন দ্বি-পাক্ষিক বিতর্কিত রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে। সম্মেলনের শেষে যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় তারও অধিকাংশ জুড়ে ছিলো সন্ত্রাসবাদের মতো শুদ্ধ রাজনৈতিক সমস্যা।

শীর্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে

শেখ গোলাম হাসান

অন্য কথায়, বাঙ্গালোর শীর্ষ বৈঠকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে অর্থনৈতিক, বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই কোন রকম সহযোগিতা সম্ভব নয়। একইভাবে বিতর্কিত বা বিবাদমান সমস্যার সমাধান না হলেও সহযোগিতার কোন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। সার্ক তার সনদে এই সাধারণ ও পরিচিত সত্যটি মানতে চাক বা না চাক, বাঙ্গালোর সম্মেলনে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, গত এক বছরে সার্ক করলোটা কি? অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন এবং এর কোন সদুত্তর নেই। প্রধানমন্ত্রী রাজীব বলেছেন, আমরা অনেক সেমিনার, ওয়ার্কশপ করেছি। প্রেসিডেন্ট এরশাদও বলেছেন, ১৫০টির মতো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। এসবই খুব ভালো কথা, কিন্তু কথা কপচিয়ে এবং জাতিসংঘের মতো একের পর এক ডকুমেন্ট বানিয়ে আদত কাজ যে কিছুই হয়নি, সার্কের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বর্তমানে যে সারম্পরিক সম্পর্ক দাড়িয়েছে, তা থেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট। কয়েক ডজনের মতো প্রজেক্ট ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে যার একটিও এক চুল পরিমাণ পর্যন্ত এগোয়নি। দ্বিতীয় সম্মেলনেই ভারতে একটি আবহাওয়া কেন্দ্র ও বাংলাদেশে একটি কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপনে সবাই সম্মত হয়েছে, কিন্তু এর জন্যে পয়সা কোত্থেকে আসবে তা স্পষ্ট করে কেউ জানায়নি। নেপালের রাজধানীতে সার্কের স্থায়ী সচিবালয়ের প্রশ্নেও সম্মতি অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রথম বাংলাদেশী মহাসচিবের মাসিক বেতনটা কোত্থেকে আসবে তা এখনো কেউ জানে না। সম্মেলন টেলি যোগাযোগ যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসা ও যোগাযোগ ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত আরো তিনটি কেন্দ্রের ব্যাপারে প্রস্তাব নিয়েছে, কিন্তু এসবই বা চলবে কি করে তা কেউই জানে না। ভারত অবশ্য একটি যৌথ তহবিল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে এবং নিজে দেড় কোটি রুপী দেবার কথা বলেছে অন্য কোন তরফ থেকে অবশ্য অনুরূপ উদারতা দেখানোর কোন চেষ্টা হয়নি

তাহলে শেষ-মেষ দাঁড়াচ্ছে কী? একটা জিনিস স্পষ্ট যে, সার্ক তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। আঞ্চলিক সম্প্রীতি অর্জনই এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য, অথচ বর্তমানে এই জিনিসটিই সবচেয়ে কম রয়েছে এই অঞ্চলে। এর কারণ স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক। সার্ক প্রতিজ্ঞা করেছে সে রাজনৈতিক বিষয় স্পর্শ করবে না। বিতর্কিত বিষয় স্পর্শ করবে না। অথচ যেসব বিষয়ের দরুন আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে না, যে কারণে বিভেদ আরো বাড়ছে, তাই যদি আলোচনা না করা হয় তাহলে সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হবে কি করে? প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন একথাটাই বুঝিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক ও বিবদমান বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে, তবে তার জন্যে সবার আগে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এও-তো ঠিক যে, সেই যথাযথ পরিবেশ তখনই গড়ে উঠবে যখন বিতর্কিত ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদির মীমাংসা সম্ভব হবে। অর্থাৎ ডিম হলেই মুরগী হবে না, ডিম পারার জন্য মুরগীখানা আগেই চাই।

সার্ক নিয়ে এখন খুব কম লোকের মনেই উচ্ছাস আছে। চাকরি-বাকরির তালে যারা আছে তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আঞ্চলিক সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতিতে যারা বিশ্বাস করেন তারা এই সংস্থার ব্যাপারে উত্তেজিত হবার মতো তেমন খুব বেশী কিছু এখনো পাননি। সার্ক সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি, তা যাচাই করার জন্যে এই লেখক বিভিন্ন স্তরের ১৫ জন নাগরিককে সার্কের প্রতীক কি এই প্রশ্ন করেছিলো। মাত্র একজন সঠিকভাবে নেপালী শিল্পীর আঁকা প্রতীকটির কথা বলেছে। বাকি সবাই প্রথম সার্ক সম্মেলনে ব্যবহৃত সাতটি পাতার কথা উল্লেখ করেছে। তেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটি নয়, কিন্তু আমাদের "আগ্রহ-যাত্রা" বোঝার জন্যে এই তথ্যটি একেবারে অবান্তর নয়।

সবাই মানেন যে, সার্কের সম্ভাবনা অপরিসীম। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব শক্তিতে পরিণত করতে চাই এই সংস্থাভুক্ত দেশ সমূহের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা। ভারতের বিচক্ষণতা ও বাস্তবমুখীনতার ওপরে বহুলাংশে নির্ভর করছে এই সংস্থার সাফল্য। আগামীতে দেখা যাবে ভারতের তরুণ প্রধানমন্ত্রী ও সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান সংস্থাকে কোন পথে নিয়ে যান।